সম্রাট আকবর

স্বপন মুখোপাধ্যায়

গ্রন্থতীর্থ

৬৫/৩এ, কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা — ৭০০ ০৭৩

।। সূচনা কথা ।।

ভারতবর্ষের ইতিহাসে মুঘল সম্রাট আকবর সম্ভবত সব থেকে বেশি বিতর্কিত চরিত্র। ভারতবর্ষে অধিকাংশ ঐতিহাসিক তাঁকে মহান আখ্যায় ভূষিত করেছেন। ইতিহাসের পাতায় তিনি "মহামতি আকবর" শিরোনামে পাঠ্য বই-এ ঠাঁই পেয়েছেন। অথচ পাকিস্তানে মুঘল সম্রাটদের মধ্যে সম্রাট আকবরের নাম প্রায় উল্লেখ করাই হয় না। অধ্যাপক অমর্ত্য সেন ভারতবর্ষের ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার ক্ষেত্রে সম্রাট মহামতি আকবরের অবদানের কথা বার বার নানা প্রবন্ধে শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লেখ করেছেন। অপরদিকে ভারতবর্ষের বহু গোঁড়া মুসলমান আকবরকে ইসলাম বিরোধী শাসক হিসেবে ঘৃণা করেন।

২০০৫ খ্রিস্টাব্দ ছিল সম্রাট আকবরের চারশোতম মৃত্যুবার্ষিকী আর ২০০৬ খ্রিস্টাব্দ তাঁর সাড়ে চারশোতম ভারতের সিংহাসন আরোহণ- বার্ষিকী। এ দুটি ঘটনা সাধারণ মানুষের কাছে এমন কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়।

ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি কংগ্রেসের সদস্য সংখ্যা প্রায় সতেরো হাজার এবং এঁদের মধ্যে অনেক আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন ঐতিহাসিক আছেন। ২০০৬ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে শান্তিনিকেতনে ছেষট্টিতম বাৎসরিক অধিবেশনে সভাপতি অধ্যাপক ডি. এন. ঝা মহামতি সম্রাট আকবরের মৃত্যুবার্ষিকী ভারতসরকার যথাযথ মর্যাদার সঙ্গে পালন করবেন না বলে জানিয়ে দেওয়ায় গভীর

ক্ষোভ প্রকাশ করে প্রস্তাব গ্রহণ করেন। প্রকৃতপক্ষে আকবরকে ভারতবর্ষের বহু মুসলমান পছন্দ করেন না তাই ভারত সরকার রাজনৈতিক কারণেই আকবর নিয়ে আর বিতর্ক সৃষ্টি করতে চাননি। এদিকে আবার গোঁড়া হিন্দুদের কাছেও আকবর গ্রহণযোগ্য নন।

আকবরের জীবনেতিহাস বড়ো বিচিত্র। আট বছর বয়স থেকেই বিশ হাজার অশ্বারোহী সেনার নেতৃত্ব কাঁধে নিয়ে যুদ্ধ করেছেন। হুমায়ুন তাঁকে যখন ভয়ংকর সিকান্দরখানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে পাঠান তখন তিনি মাত্র আট বছর বয়সেই অভিজ্ঞ যোদ্ধার মতো যুদ্ধ করেছেন। অথচ সম্ভবত ডিস্‌লেকসিয়া ছিল বলে নিরক্ষর ছিলেন। আকবরের সামগ্রিক জীবন বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে তাঁর মধ্যে সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী দুটি সত্তা কাজ করত। এ যেন ঠিক দুই আকবর। এক আকবর নিষ্ঠুর, নীতিহীন, অসম্ভব নেশাগ্রস্ত মাতাল, নারী-আসক্ত, ব্যভিচারী, কুসংস্কারাচ্ছন্ন, যুদ্ধবাজ। আর-এক আকবর সাহসী, বীর, বিবেচক, ধর্মভীরু, উদার, মেধাবী, কষ্টসহিষ্ণু ও প্রজাবৎসল রাজর্ষি। এই বিপরীত ধর্মী চরিত্রবৈশিষ্ট্যের কোনোটাই মিথ্যে নয়।

সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে ব্যক্তি আকবর ও শাসক আকবরের প্রতিটি আচরণ ও পদক্ষেপকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে "মহামতি আকবর" এবং "স্বৈরাচারী আকবর" উভয়ের পাল্লা সমান ভারী।

আলোচ্য গ্রন্থে ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে নিরপেক্ষ ভাবে ব্যক্তি আকবরকে খোঁজবার চেষ্টা করেছি। ঐতিহাসিক প্রমাণ যেসব ক্ষেত্রে অপ্রতুল সেখানে সংশয়ের কথা অকপটে স্বীকার করেছি।

কখনও এক পেশে মনোভাব নিয়ে আকবরের ব্যক্তিজীবনের ঘটনাবলি সম্পর্কে মন্তব্য করা হয়নি।

বহু প্রখ্যাত ঐতিহাসিক আকবরের শাসনব্যবস্থার উপর নানা বিশ্লেষণ ধর্মী আকরগ্রন্থ রচনা করেছেন। সেগুলি বিদ্বজ্জনদের প্রশংসাধন্য এবং গবেষণাগ্রন্থ। সাধারণ পাঠকদের ব্যক্তি আকবর সম্পর্কে আগ্রহ আছে কিন্তু পাঠ্যপুস্তকে তার পূর্ণাঙ্গরূপ পাওয়া যায় না। আমি ক্ষুদ্র পরিসরে দুই আকবরকে সমান গুরুত্ব দিয়ে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।

সম্রাট অশোক এবং সম্রাট আকবর ভারতবর্ষের ইতিহাসের দুই গুরুত্বপূর্ণ নায়ক। সম্রাট অশোকের জীবনেতিহাস আগেই আমি প্রকাশ করার সুযোগ পেয়েছি। এবার সম্রাট আকবরের কথা লেখবার সুযোগ পেলাম।

আমি অকুণ্ঠ চিত্তে গ্রন্থতীর্থ প্রকাশনার কর্ণধার অগ্রজপ্রতিম শ্রী শঙ্করীভূষণ নায়ক মহাশয়ের কাছে আমার কৃতজ্ঞতা স্বীকার করি। তিনি যে কেবল আমাকে আকবর সম্পর্কে লিখতে উৎসাহ দিয়েছেন তাই নয়, অভিভাবকের মতো নিয়মিত কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে খোঁজখবর নিয়েছেন।

আকবরের জীবনের সত্যমূল্য উদ্‌ঘাটনের ক্ষুদ্র প্রয়াস যদি পাঠকদের ভালো লাগে তবে আমার শ্রম সার্থক হয়েছে বলে মনে করব।

স্বপন মুখোপাধ্যায়

সূচিপত্র

অনিশ্চিত আশ্রয়ে নব জাতক আকবর	১৩
সেনাপতি বালক আকবর	৩১
আকবরের সম্রাট পদে অভিষেক	৩৬
নিষ্ঠুর পররাজ্য লোভী ব্যভিচারী আকবর	৪৪
সাহসী যোদ্ধা বীর আকবর	৫০
অম্বরের জামাই আকবর	৫৫
রানি দুর্গাবতী	৬২
চিতোর	৬৯
খাজা মইনুদ্দিন চিস্‌তির দরগা	৭৫
আকবরের সোনার শেকলে রাজপুত রাজা সূর্যন রাই	৭৮
ভীরু রাজপুত	৮৩
হিন্দু মায়ের সন্তান সেলিমের জন্ম	৮৬
গুজরাট বিজয়	৯১
বাংলা-বিহারের অধীশ্বর আকবর	৯৬
হলদিঘাটের যুদ্ধ	১০৪
দুর্ভিক্ষ এবং ভজনালয়	১১৩
নবরত্নের ক'জন রত্ন	১১৭
দীন-ই-ইলাহি	১২৯
কাবুল, কাশ্মীর, কান্দাহার	১৪১
দাক্ষিণাত্য বিজয়	১৪৭
জীবন সন্ধ্যায় আকবর	১৫১

।। অনিশ্চিত আশ্রয়ে নবজাতক আকবর ।।

পূর্ণিমার চাঁদের আলোয় চারদিকের বালির সমুদ্র রুপালি আভায় চক্ চক্ করছে। সামনে একটা ছোট্ট বালিয়াড়ি ঘাগরা পরা সুন্দরী নর্তকীর মতো আভূমি প্রণত হয়ে সম্রাটকে কুর্নিস করছে। মুঘল সম্রাট হুমায়ুন উল্টোদিকের আর-এক বালিয়াড়ির আড়ালে আলো-অন্ধকারে জনা সাতেক সঙ্গী নিয়ে বসে আছেন। তাঁর কোলে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছেন পঞ্চদশী হামিদা বানু। হামিদা সাতমাসের গর্ভবতী। উটের পিঠে আর পথ চলতে পারছেন না। সম্রাটের আদেশে বালিয়াড়ির ছায়ার আড়ালে সবাই একটু বিশ্রাম নিচ্ছেন। রাত গভীর কিন্তু এই রাতেই মরুভূমির এই পথ পেরিয়ে নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে যেতে হবে। উটগুলোও বসে আছে বালিয়াড়ির ছাওয়ায়। রানা মালদেও ষড়যন্ত্র করে পলাতক হুমায়ুনকে দিল্লির সম্রাট শেরশাহর হাতে তুলে দিতে চায়। গোপনে সংবাদ পেয়ে রাতেই বালিকা অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী হামিদাকে নিয়ে মরুভূমির অজানা পথে বেরিয়ে পড়েছেন হুমায়ুন।

অমরকোটের রানা বীরলাল, পলাতক, বিপন্ন ভারতসম্রাট হুমায়ুনকে আশ্রয় দিতে চান কিন্তু বারবার প্রতারিত হয়ে আর কাউকে হুমায়ুন বিশ্বাস করতে পারেন না। অথচ বেশি দূর কোথাও যাওয়া সম্ভব নয় কারণ বেগম হামিদাকে কোথায় রাখবেন, বিশেষ করে সে সন্তানসম্ভবা। বীরলাল প্রসাদকে বিশ্বাস করতেই হবে, তারপর আল্লা যেদিকে নিয়ে যাবেন সেখানেই চলে যাবেন হুমায়ুন। রাজপুত দুর্গে যদি হামিদা সন্তান প্রসবের জন্য আশ্রয় পায় তবে রাজপুতদের কাছে চিরকৃতজ্ঞ থাকবে হামিদা এবং তাঁর ভাবী সন্তান। রাতের মধ্যে অনেকটা পথ যেতে হবে তাই পরিশ্রান্ত হামিদাকে ধীরে ধীরে

ডেকে তুললেন হুমায়ুন। উট প্রস্তুত, সাথীরা তৈরী। নিজে উটে হামিদাকে তুলে নিলেন। আবার নিস্তব্ধ মরুপথে পথ চলা। ভারতসম্রাটের সামনে অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ, যে কোনো মুহূর্তে মৃত্যুর আশঙ্কা। তার থেকেও বড়ো ভয় ধরা পড়ে শেরশাহের কাছে চরম অপমানের মুখোমুখি হওয়া।

অমরকোটের রানা বীরলাল রাজপুত আদর্শের মর্যাদা রাখতে জানেন। সম্রাট হুমায়ুন তাঁর আশ্রয়প্রার্থী তাই নিজের বিপদের তোয়াক্কা না করে তাঁকে আশ্রয় দিতে তিনি দ্বিধা করলেন না। হামিদা বানু মুসলমান, কিন্তু তিনি সন্তানের মা হতে চলেছেন তাই মায়ের যাতে কোনো রকম মর্যাদাহানি না হয় তার জন্য তিনি স্পষ্ট নির্দেশ দিলেন। রাজপুত রানার মানবিক আচরণে হুমায়ুন মুগ্ধ হলেন এবং বুঝলেন রাণার জীবন থাকতে হামিদার কোনো রকম ক্ষতি হবে না। রাণার কাছ থেকে বিদায় চাইলেন হুমায়ুন এবং জানিয়ে দিলেন হামিদা এবং তাঁর ভাবী সন্তানের ভার তিনি রানার উপর দিয়ে নিশ্চিন্ত মনে নিজের ভাগ্যের সন্ধানে যেতে চান। শোনা যায় একজন হিন্দু দৈবজ্ঞ হুমায়ুনকে বলেন, তাঁর যে সন্তান এই পৃথিবীর বুকে আসছে সে অত্যন্ত সুলক্ষণযুক্ত, কিন্তু তার জন্মের একমাসের মধ্যে হুমায়ুন নবজাতকের মুখদর্শন করতে পারবেন না। যদি এই সময়ের মধ্যে তিনি মুখ দেখেন তবে তা বাবা বা তাঁর সন্তান কারও পক্ষেই মঙ্গালের হবে না।

হুমায়ুনের মনে পড়ল বছর দুই আগে লাহোরে একদিন এক বৃদ্ধ তাঁকে বলেছিলেন—মন খারাপ কোরো না, কিছুদিনের মধ্যে তোমার পুত্র সন্তান হবে। সেই সন্তানের নাম রাখবে জালাল-উদ্দিন মুহাম্মদ আকবর। সে তোমার বংশের মুখোজ্জ্বল করবে। সেই বৃদ্ধের নাম খাজা আহ্‌মদ। তখন গনওয়ারন বিবি অন্তঃসত্ত্বা। কিন্তু

গনওয়ারন বিবির জন্মাল কন্যা সন্তান। সেই কন্যা সন্তানের নাম বক্সিবানু। হুমায়ুন এরপর বিয়ে করেন সিন্ধ্-এর শেখ আলি আকবর জামির বালিকা কন্যা হামিদা বানুকে। বড়ো দুঃসময়ের মধ্যে দিন কাটছে হুমায়ুনের। সম্রাটের পলাতক জীবন দুঃসহ। তবু আশায় বুক বেঁধে আছেন। যদি হামিদা তাঁকে একটি পুত্র সন্তান উপহার দেন তবে বৃদ্ধ খাজা আহ্মদের ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে সে হয়তো বাবরের বংশধর হিসেবে হিন্দুস্থানে আবার মর্যাদার আসন ফিরে পাবে।

অমরকোট থেকে ১৬ মাইল দূরে এক শিবিরে হামিদার খবরের জন্য অপেক্ষা করে আছেন হুমায়ুন। অমরকোটে হামিদার ভাই খাজা মুয়াজাম আছে; সে কোনো শুভ সংবাদ পেলেই সম্রাট হুমায়ুনের কাছে খবর পৌঁছে দেবে। তবে হুমায়ুন জ্যোতিষীদের কথা মেনে চলবেন। এক মাসের মধ্যে সন্তানের মুখ দেখবেন না।

উল্কার বেগে ঘোড়া ছুটিয়ে অমরকোট থেকে এসেছেন টার্ডি বেগ। হুমায়ুনের জন্য নিয়ে এসেছেন শুভ সংবাদ। হামিদার পুত্র সন্তান হয়েছে। অমরকোটে রানার প্রাসাদ উৎসবের আনন্দে মেতে উঠেছে। রানা বীরলাল এত খুশি হয়েছেন যেন মনে হচ্ছে তাঁরই পুত্র সন্তান জন্মেছে। হুমায়ুনের চোখ দিয়ে আনন্দাশ্রু ঝরে পড়তে লাগল। সম্রাট বাবরের পৌত্র, তৈমুর লং-এর বংশধর এই পৃথিবীর বুকে জন্মগ্রহণ করেছে অথচ তার হতভাগ্য পিতার উৎসবে মেতে ওঠবার সামর্থ নেই। হুমায়ুন মাটিতে বুক ঠেকিয়ে মঙ্গালময় আল্লাকে প্রণতি জানালেন। প্রার্থনা করলেন, আল্লা যেন নবজাত সন্তানকে আশীর্বাদ করেন যাতে সে তৈমুরের বংশধরের মর্যাদা রক্ষা করতে পারে। হুমায়ুন দিল্লির মসনদে থাকলে সমস্ত ভারতবর্ষ আনন্দে মেতে উঠত কিন্তু আজ তাঁর আপনজনদের হাতেও উপহার তুলে দেবার মতো সামর্থ নেই।

হুমায়ুন তাঁর সহচর জৌহরকে ডাকলেন। বললেন, তোমার কাছে যে মৃগনাভি আমি রাখতে দিয়েছিলাম তা এখানে নিয়ে এসো। জৌহর একটা চিনেমাটির পাত্র নিয়ে এল। হুমায়ুন খুব সুন্দর কথা বলতে পারতেন। শিল্প ও সাহিত্যবোধও ছিল চমৎকার। উপস্থিত আমির, ওমরাহ, সেনাপতি সবাইকে চিনামাটির পাত্র থেকে সুগন্ধি মৃগনাভি উপহার দিয়ে বিনয়ের সঙ্গে বললেন,—

"অবস্থার বিপাকে পড়ে আমি আপনাদের পর্যাপ্ত উপহার দিতে পারলাম না। আমি আমার অন্তরের প্রীতির নিদর্শন স্বরূপ এই উপহার আপনাদের হাতে তুলে দিতে চাই। আমি আশা করি যেমন এই উপহারের সুবাস আমাদের শিবিরের বাতাসে ছড়িয়ে পড়েছে তেমনি একদিন এই শিশু রাজপুত্রের খ্যাতির সৌরভ সমস্ত পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে।"

সম্রাট হুমায়ুনের বিনয় ভাষণ এবং আনন্দ-বেদনায় পূর্ণ আবেগ, উপস্থিত সমস্ত সভাসদদের অন্তরে গভীর সহানুভূতি সঞ্চারিত করল। সবাই প্রার্থনা করলেন, সর্বশক্তিমান আল্লা শিশু রাজপুত্রকে আশীর্বাদ করুন।

২৩ নভেম্বর ১৫৪২, বৃহস্পতিবার পূর্ণিমা তিথিতে (কোনো কোনো মতে ১৫ অক্টোবর, ১৫৪২) মুঘল সম্রাট আকবর এক রাজপুত রানার প্রাসাদে জন্ম গ্রহণ করলেন। হুমায়ুন সব মুঘল সম্রাটদের মতোই অলৌকিকত্বে বিশ্বাস করতেন। তাঁর বিশ্বাস জন্মাল বৃদ্ধ খাজা আহ্‌মেদের ভবিষ্যদ্বাণী সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে এবং এই শিশুর ভাগ্য ভারতবর্ষের বুকে আবার মুঘল সাম্রাজ্যের হৃত গৌরব ফিরিয়ে আনবে। হুমায়ুনের মনের কোণে আশার আলো জ্বলে উঠল, হয়তো আবার তিনি শেরশাহের কাছ থেকে সিংহাসন পুনরুদ্ধার করতে পারবেন। হুমায়ুন পুত্রের নাম দিলেন জালাল উদ্দিন আহ্‌মদ আকবর। বৃদ্ধ খাজা আহ্‌মদের নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করলেন হুমায়ুন।

হুমায়ুনের মনে বিশ্বাস জন্মেছে তাঁর দুঃখের দিনের অবসান হয়েছে। রানা বীরলাল প্রসাদের সৈন্যদলের সহযোগিতায় এখন তিনি জানের সুলতান। এখানে সুরা আর নারী সঙ্গে সুখে আছেন তিনি। বাবরের ছেলে হলে কী হবে তাঁর অত যুদ্ধ-বিগ্রহ করার সখ নেই। বাবরের সাথে একসঙ্গে ঢুকেছিলেন হিন্দুস্থানে। তিনি দেখেছেন পিতা বাবরের কি অসীম কষ্ট সহ্য করবার ক্ষমতা, তেমনি ধৈর্য আর সাহস। তবে উভয়েরই আল্লার উপর অগাধ বিশ্বাস। বাবর তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন পানিপথের যুদ্ধে ইব্রাহিম লোধিকে হারিয়ে দিল্লির সিংহাসনে বসায় তাঁর কোনো কৃতিত্ব নেই, সবই আল্লার ইচ্ছা। হুমায়ুন ভাবেন, আল্লার ইচ্ছায় তিনি আজ হিন্দুস্থান থেকে বিতাড়িত। কিন্তু কী আশ্চর্য পুত্র আকবর কেবল যে হিন্দু প্রাসাদে অনাত্মীয়দের মাঝে বড়ো হচ্ছে তাই নয়, মুসলমান

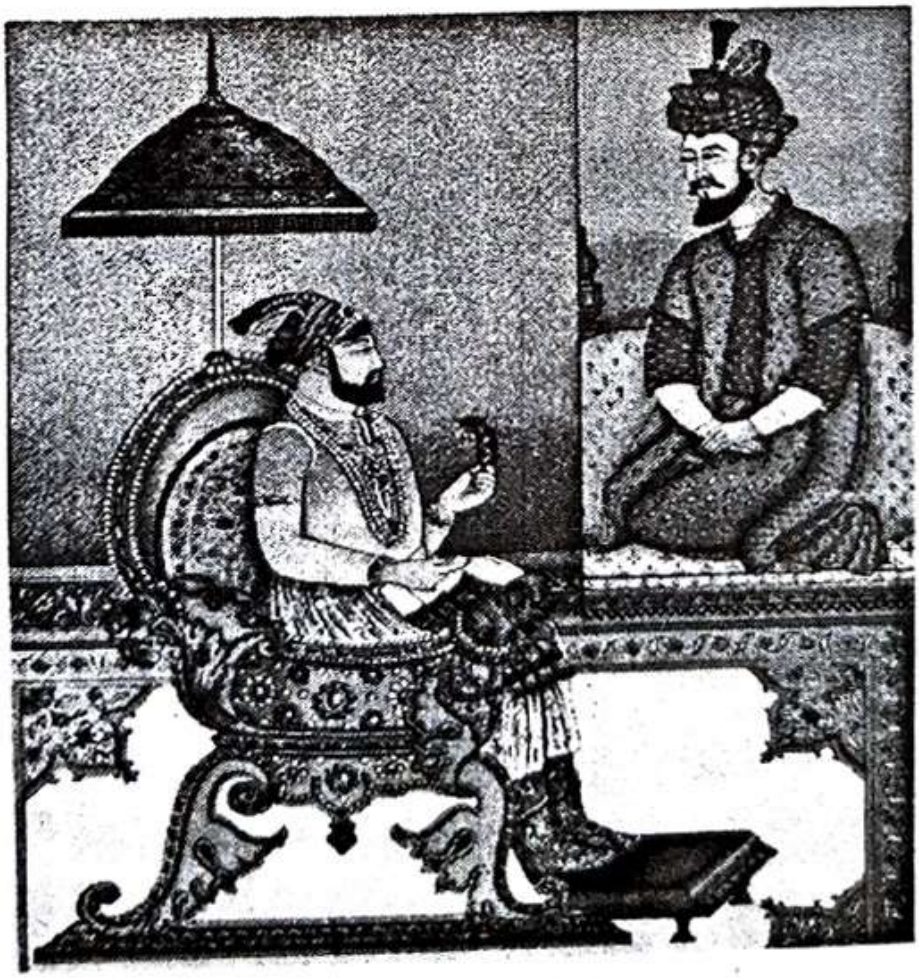

বাবর ও হুমায়ুন